কৃষি এবং কৃষক কল্যাণ দপ্তর
ভারত সরকার ।

সংকল্প থেকে সাধন

নিউ ইন্ডিয়া মুভমেন্ট (২০১৭-২০২২)

ভারতবর্ষের ইতিহাসে ভারতছাড় আন্দোলন এক স্বরণীয় অধ্যায় । মহাত্মা গান্ধীর কর নতুবা মর আহ্বানে সাড়া দিয়ে প্রত্যেক ভারতবাসী ভারতমাতাকে পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করার শপথ নেয় । আজ ভারতছাড় আন্দোলনের ৭৫তমবর্ষপূর্তিতে আমরা সেই আন্দোলনে সামিল প্রত্যেক বীর শহিদকে প্রনাম করি । আসুন, আমরা সবাই মিলে একটি শপথ নেই এবং কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে এক নতুন ভারত নির্মান করি যাকে নিয়ে আমাদের বীর শহিদরা গর্ববোধ করতে পারেন ।

- মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী

২০২২ সালের মধ্যে কৃষকদের আয় দ্বিগুন করার সাতটি সূত্র / পন্থা

সর্বপ্রথম আমরা জলসেচ ব্যবস্থায় বাজেট বন্টন বৃদ্ধির দিকে নজর দিয়েছি । আমরা সেইসকল দিকে নজর দিয়েছি যেগুলো জলসেচ এবং জলসংরক্ষণ ব্যবস্থার পরিপূরক । উদ্দেশ্য হল প্রতি দানা ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি, সেইসাথে বছর ধরে প্রলম্বিত বড় থেকে মাঝারী সেচ ব্যবস্থা গুলোকে অগ্রধিকার দিয়ে চার বছরের মধ্যে সম্পূর্ণ করা হচ্ছে ।

কৃষি উপাদানের যথাযথ ব্যবহার ঃ

আমরা উৎকৃষ্ট বীজ এবং তার পোষকতার উপর নজর দিয়েছি । মাটি পরীক্ষা করে তার স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় কার্ড প্রতিটি ক্ষেত্রের চাহিদা পূরণ করে । জৈব চাষের জন্যও প্রথমবারের মত নতুন পরিকল্পনা হাতে নেওয়া হয়েছে । নিম আচ্ছাদিত ইউরিয়ার প্রাচুর্যের মাধ্যমে ইউরিয়ার অবৈধ উপায়ে রাসায়নিক ব্যবহারও কম করা হয়েছে । এতে উৎপাদনের খরচ কমার পাশাপাশি আয়ও বাড়বে ।

উৎপাদিত ফসলের ক্ষতি কম করা ঃ

উৎপাদিত ফসলের একটি বড় অংশই ভোক্তাদের হাতে পৌছাবার আগেই নষ্ট হয়ে যায় । পরিবহনের সময়ই পরিবহনযোগ্য ফসলের একটা অংশ নষ্ট হয়, আবার সংরক্ষনের সময় সংরক্ষনযোগ্য ফসলেরো ক্ষতি হয় । আমরা সংরক্ষনাগার এবং হিমঘর তৈরীর মাধ্যমে ফসল কাটার পর হওয়া লোকসানকে কম করছি

আমরা কৃষিক্ষেত্রে গঠন মূলক ব্যবস্থার জন্য হওয়া খরচ বৃদ্ধি করেছি । এছাড়া খাদ্যফসলের সংরক্ষণের গুরুত্ব মাথায় রেখে আমরা কৃষক সম্পদ যোজনা শুরু করেছি । যার মধ্যে নতুন সংস্কার, সংরক্ষনাগার এবং হিমঘর স্থাপন করা হচ্ছে ।

গুনগত মান বৃদ্ধি ঃ

আমরা খাদ্য প্রক্রিয়াককরনের মাধ্যমে গুনগত মান বৃদ্ধির দিকে লক্ষ্য দিয়েছি । উদাহরন স্বরুপ, আমার একটি ফোনের পর কোকাকোলা কোম্পানী তার তৈরী পানীয়তে ফলের রস মেশানো শুরু করেছে । এছাড়াও বিভিন্ন ফসলের মধ্যে বর্তমান অনুখাদ্যের তালিকাও তৈরী করার চেষ্টা চলছে ।

নুন্যতম বিক্রয়মুল্য ঃ

আমরা বিভেদতা দুর করে একটি রাষ্টীয় কৃষি বাজারের পরিকল্পনা করছি । ২৮৫ টি পাইকারী বাজারের মধ্যে ১ টি অনলাইন ইলেকট্রনিক প্ল্যাটফর্ম তৈরী করা হয়েছে । আমরা সুনিশ্চিত করতে চাই যে বিক্রয়মূল্যের ১ টা বড় অংশ যেন কৃষকের হাতে পৌছায় । আর দালালদের ভূমিকা যেন কম হয় । বাজেটে দেশের ফসলের কেনা বেচার মধ্যে বিদেশী পুজির নিবেশ এই কারনেই রাখা হয়েছে । এছাড়া ২০১৭ সালের ২৪ শে এপ্রিল একটি নতুন APMC নিয়মাবলী প্রত্যেক রাজ্যে লাঘু করার জন্য পাঠানো হয়েছে । এতে কৃষককে উৎকৃষ্ট বাজারের সুবিধা দেওয়ার জন্য অঞ্চল ভিত্তিক বাজারের স্থাপনা, সরাসরি বাজারজাত করন অর্থাৎ বাজার এলাকার বাইরে সরাসরি প্রক্রিয়াকরন / রপ্তানীকারক / পাইকার ইত্যাদি দ্বারা সরাসরি ক্রয় করা এর অন্তর্গত । সেইসাথে কৃষকদের, কৃষক - উৎপাদক সংগঠনের মাধ্যমে সংগঠিত করা হচ্ছে । যাতে তারা ব্যয় অনুসারে মূল্য পায় । সেইসাথে ব্যবসায়ীদের সামনে তাদের ব্যবসা করার ক্ষমতাও বাড়ে ।

কম ঝুকি ঃ

আমরা সারাদেশ ব্যাপী প্রধানমন্ত্রী ফসল বীমা যোজনা শুরু করেছি । যাতে তারা বহনযোগ্য খরচের মাধ্যমে সেই সকল ঝুঁকি থেকে রক্ষা পায় যা তাদের নিয়ন্ত্রনে নেই । এটা প্রতিকুল পরিস্থিতিতে কৃষকের আয় সুনিশ্চিত করার জন্য সহায়ক । সেই সাথে আমরা ক্ষতি সুচকেরও পরিবর্তন করেছি । আগে যেখানে অর্ধেক ফসল নষ্ট হলে বীমা যোজনার টাকা দেওয়া হত সেখানে বর্তমানে ক্ষতির মাত্রা এক তৃতীয়াংশ করা হয়েছে । কৃষকের স্বার্থে বীমার টাকার পরিমানেও ৫০ শতাংশ বৃদ্ধি করা হয়েছে । জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতিকারক প্রভাব কম করার জন্য সহনশীল জাতের চাষ, গবাদি পশুর প্রজাতির উদ্ভাবন এবং প্রভাবিত জেলা গুলির জন্য আলাদা পরিকল্পনা করা হয়েছে ।

সহায়ক কার্যপ্রণালী ঃ

সহায়ক কার্যপ্রণালীর মাধ্যমে আমরা আয় বৃদ্ধি করব । মুরগী পালন, মৌমাছি চাষ, পশুপালন, ডেয়ারীর উন্নতি এবং মাছচাষ এর অন্তর্গত । আমরা কৃষককে তার জমির সেই অংশ ব্যবহারের জন্য উৎসাহিত করছি যেটা চাষযোগ্য নয় , বিশেষ করে ক্ষেতের মধ্যবর্তী এবং পার্শ্ববর্তী অংশ যেটা কাঠ উৎপাদনের জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে । এছাড়াও বাগিচাবিদ্যা, শষ্য বিজ্ঞান এবং সুসংহত চাষের উপরও বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হচ্ছে ।

সংকল্প থেকে সাধন

(নিউ ইন্ডিয়া আন্দোলন ২০১৭-২০২২)

নতুন ভারত অঙ্গীকার

চলুন, আমরা একটি নতুন ভারত গড়ার জন্য অঙ্গীকারবদ্ধ হই । ১৯৪২ সালে আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামীরা **ভারত ছাড়** এর প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করে এবং ১৯৪৭ সালে ভারত স্বাধীনতা লাভ করে।

আসুন, একসাথে অঙ্গীকার করি যে ২০২২ সালের মধ্যে আমরা একটি নতুন ভারত গড়ে তুলব।

আমরা অঙ্গীকার করছি যে আমরা পরিচ্ছন্ন ভারত গড়ে তুলব

আমরা অঙ্গীকার করছি যে আমরা দারিদ্রমুক্ত ভারত গড়ে তুলব

আমরা অঙ্গীকার করছি যে আমরা দুর্নীতি মুক্ত ভারত গড়ে তুলব

আমরা অঙ্গীকার করছি যে আমরা সন্ত্রাসবাদ মুক্ত ভারত গড়ে তুলব

আমরা অঙ্গীকার করছি যে আমরা সাম্প্রদায়িকতা মুক্ত ভারত গড়ে তুলব

আমরা অঙ্গীকার করছি যে আমরা জাতিগত ভেদাভেদ মুক্ত ভারত গড়ে তুলব

একটি নতুন ভারত গড়ার জন্য আমাদের করা অঙ্গীকারগুলি সুসম্পন্ন করার জন্য আমরা আন্তরিকভাবে সংগ্রাম চালিয়ে যাব ।

২০২২ সালের মধ্যে কৃষি আয় দ্বিগুণ করার জন্য আসুন আমরা একসাথে অঙ্গীকারবদ্ধ হই।

আসুন আমরা একসাথে ফসল বীমার সুবিধা গ্রহণ করার অঙ্গীকারবদ্ধ হই

আমরা একসাথে জৈবিক পদ্ধতিতে চাষাবাদের জন্য
এবং মৃত্তিকার স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে মৃত্তিকা স্বাস্থ্য কার্ড এর সুবিধা গ্রহন করার জন্য অঙ্গীকারবদ্ধ হই

আমরা একসাথে উচ্চ ফলনশীল বীজ এবং রোপণ উপাদান গ্রহণ করার জন্য অঙ্গীকারবদ্ধ হই

আসুন একসঙ্গে অঙ্গীকার করি যে আমরা সুসংহত কৃষি ব্যবস্থা গ্রহণ করব।

আসুন আমরা একসঙ্গে অঙ্গীকার করি যে আমরা কৃষি উৎপাদনের মান বৃদ্ধি করব এবং আমরা খাদ্যশস্য নিরাপদিকরন এবং সঠিক সংরক্ষণ সহজতর করব।

আমরা আমাদের অন্তরাত্মা থেকে নিজেদেরকে উৎসর্গ করব এবং নতুন ভারত গড়ে তুলতে আমাদের দৃঢ়তা সম্পন্ন করে তুলব।

কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্র
উত্তর ত্রিপুরা পানিসাগর
০৩৮২২-২৬১০৪৩